

# সরকারকে আরো কঠোর হতে হবে

জসিম মল্লিক



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কয়েকজন শিক্ষক এবং ছাত্রদের সভাপতি আজিজুল বারি হেলালকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য যৌথ বাহিনী আটক করা হয়েছে। এদের প্রত্যেককে রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। ঢাকায় ছাত্র বিক্ষোভ সহিংসতায় রূপ নিয়ে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ার নেপথ্যে কারা ছিলেন তা চিহ্নিত করতে গোয়েন্দা সংস্থাগুলো অনুসন্ধান করছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আরো কয়েকজন শিক্ষককে গ্রেফতার করা হতে পারে বলে পত্রিকাগুলো আভাস দিয়েছে। প্রফেসার আনিসুজ্জামান বলেছেন, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির প্রতিবাদ সংগত হয়েছে। তবে সমিতির বক্তব্য ঘটনার প্রতিবাদ অতিক্রম করে রাজনৈতিক অবস্থান সূচিত করেছে। এর দায়-দায়িত্ব সমিতিকেই বহন করতে হবে। শিক্ষক সমিতির পক্ষে এ রকম রাজনৈতিক অবস্থান গ্রহণ অবশ্য নতুন নয়, অতীতেও এমন হয়েছে। তবে সাক্ষ্য আইন জারির পর ছাত্রছাত্রীদের হল ত্যাগের নির্দেশ অমান্য করতে যদি শিক্ষক সমিতি আমন্ত্রণ জানিয়ে থাকে তা যথার্থ হয়নি'।

এখন প্রশ্ন হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কাজটা কী? তাদের কাজ কী দলীয় রাজনীতি করা না ছাত্রদের পড়ানো বা গবেষণা করা? শিক্ষক সমিতির নামে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা কী তাতেও প্রধান কাজ? জনগনের পয়সায় যে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হয় সেখানে শিক্ষকরা কী করেন? উন্নত দেশগুলোর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের চাকরি বাঁচানোর জন্য যেখানে প্রাণান্ত চেষ্টা করতে হয়; নিয়ত গবেষণার কাজ করতে হয় সেখানে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষকদের কোন জবাবদিহীতাই নেই। বেশ কিছু শিক্ষকদের বিরুদ্ধে এই ধরনের কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত থকার অভিযোগ আছে। তারা নানাভাবে ছাত্রদের মদদ দিয়ে থাকেন। বিভিন্ন অপকর্মের সাথে তারা জড়িত।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তুচ্ছ একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে তুলকালাম কাণ্ড ঘটে গেছে তার নেপথ্যে কারা ছিলেন তা ক্রমেই পরিষ্কার হচ্ছে। গোয়েন্দারা ধারণা করছে তত্বাবধায়ক সরকারকে ছাত্র রাজনীতির মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত করার নীলনকশা তৈরী ও বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করা হয়েছিল। এছাড়া জনগন ও সেনাবাহিনীকে মুখোমুখি অবস্থানে এনে এর থেকে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের চেষ্টা করা হয়েছিল। এর

জন্য ব্যয় করা হয়েছে কোটি কোটি টাকা। ঘটনার নেপথ্যে রাজনৈতিক ইন্ধন ছিল বলে গোয়েন্দার নিশ্চিত হয়েছে। অত্যন্ত সুকৌশলে ঘটনাটিকে রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত করা হয়েছে।

গোয়েন্দাদের ধারণা অনুযায়ী এই সহিংস ঘটনার নেপথ্যে ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড, আনোয়ার হোসেন, ড, হারুন-আর-রশিদ, মিজানুর রহমান, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর আবদুস সোবহান, মলয় কুমার ভৌমিক, সাইদুর রহমান, মুনতাসির মামুন, ঢাবি ছাত্র সাইদ ও শ্রাবন, প্রাক্তন ভিসি প্রফেসর একে আজাদ চৌধুরী, সিএসবি নিউজের মালিক ফজলুল কাদের চৌধুরী, একুশে টিভির আবদুস সালাম, রথ্যাগস গ্রুপের রউফ চৌধুরী, মোকাদ্দেম হোসেন, ড, সাইফুল ইসলাম, ড, সদরুল, ড, হোসেন মাসুদ, ন্যাশনাল ব্যাংকের চেয়ারম্যান পারভীন হক শিকদার, ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি এনামুল হক শামীম, আশফাকুর রহমান, ঢাবি ছাত্রদল সভাপতি হাসান মামুন (সূত্র: দৈনিক আমাদের সময়)।

সূত্রমতে গত ২০ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সাইদ ও শ্রাবনকে পরিকল্পিতভাবে খেলার মাঠে পাঠান ড, আনোয়ার। সেখানে তাদের সেনাবাহিনীর সঙ্গে গোলযোগ সৃষ্টির জন্য পাঠানো হয় বলে গোয়েন্দা সংস্থা জানতে পেরেছে। গোয়েন্দাদের ধারণা সব কিছুর মূল হোতা প্রফেসর আনোয়ার। জানা যায় প্রফেসর আনোয়ার ১৯৭৪ থেকে ১৯৭৬ পর্যন্ত ঢাকা শহরের গণবাহিনীর কমান্ডার ছিলেন এবং তৎকালীন শহরের অনেক নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত ছিলেন। তিনি আরবান গেরিলা, মাইন হ্যান্ডেলিংয়ের উপরে বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত। ডা, আনোয়ার আর তার সহযোগিরা বাংলাদেশে আগামী ফেব্রুয়ারীর মধ্যে নির্বাচনের ক্ষেত্র প্রস্তুতের উদ্যোগ নিয়েছিলেন বলে গোয়েন্দারা জানতে পেরেছে। সেনাবাহিনীকে বিতর্কিত ও হেয় প্রতিপন্ন করার একটা উদ্যোগও তাদের ছিল(সূত্র: দৈনিক আমাদের সময় ২৫ আগস্ট, ২০০৭)।

গোয়েন্দাদের অনুমান যদি সত্যি হয় তাহলে তা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। এই ষড়যন্ত্র করে করে তারা কী ফায়দা অর্জন করতে চেয়েছিল? স্বস্তির কথা যে আপাতত: ষড়যন্ত্রকারীরা ব্যর্থ হয়েছে। তবে আবারও এই ধরনের নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ড, আনোয়ার সহ অন্যদের রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলেই সব রহস্য উদঘাটিত হবে বলে অনেকেই মনে করছে।

দেশকে অস্থিতিশীল করে তোলার এই প্রচেষ্টায় দেশে বিদেশে কেউ কেউ খুশী হতে পারেন। কিন্তু দেশের সাধারণ মানুষ এসব ষড়যন্ত্র নিশ্চয়ই প্রতিহত করবে। প্রবাসী যারা দেশের মঙ্গল চান তাদের উচিত এর প্রতিবাদ করা। সরকারের উচিত জরুরী আইনের বিধিমালাগুলোকে আরো কঠোরভাবে প্রয়োগ করা। কারণ সরকারের উদারতাকে দুর্বলতা মনে করে সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা ভঙ্গের চেষ্টা চলছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। অতএব সকল ষড়যন্ত্রকে নস্যাৎ করে সাফল্যের ধারায় দেশ ফিরে যাক এই প্রত্যাশা রইল।

২৬ আগস্ট ২০০৭

Toronto

[jasim.mallik@gmail.com](mailto:jasim.mallik@gmail.com)